সংবাদ

তারিখ: 28 SEP 2017
পৃষ্ঠা: ১০ কলাম: ৬

বরগুনা: দ: আমতলী সরকারি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষে পলিথিন সাঁটিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা -সংবাদ

আমতলীর ৩৭ সর. প্রা. স্কুলের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ!

চিত্ত রঞ্জন শীল, বরগুনা

সংস্কারের অভাবে বরগুনার আমতলী উপজেলার ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন এখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা দ. আমতলী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ভবনের ছাদে ফাটল ধরেছে, দেয়ালের পলেস্তরা খসে পড়েছে। দরজা জানালা নেই বললেই চলে। ছাদে ফাটল ধরায় বর্ষার সময় ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। নিরুপায় হয়ে বৃষ্টির পানি ঠেকাতে ছাদের নিচ দিয়ে পলিথিন টানিয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। আমতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় এক নারী শিক্ষানুরাগী সফের ভানু ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ আমতলী গ্রামে 'দক্ষিণ আমতলী আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি পরবর্তীতে জাতীয় করণ করা হয়। বিদ্যালয়টি স্থাপনের পর ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে আমতলী উপজেলা এলজিইডি ৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪ কক্ষের একটি ভবন নির্মাণ করে। ভবনটি নির্মাণের পর দীর্ঘ ২২ বছর অতিবাহিত হলেও আর কোন সংস্কার করা হয়নি। সংস্কার না করায় দেয়ালের পলেস্তরা খসে পড়েছে। দরজা জানালা খুলে পড়ে গেছে। লোহার বিমের ঢালাই খসে পড়ে লোহার রডগুলো বেরিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে অংসখ্য ফাটল ধরেছে। ছাদে ফাটল ধরায় বৃষ্টি আসলেই ছাদ চুয়ে ভিতরে পানি পড়ে মেঝ তলিয়ে যায়। এসময় বৃষ্টির পানি পড়ার কারণে ক্লাস নেয়া যায় না। শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে ছাদের নিচ দিয়ে পলিথিন টানিয়ে এখন ক্লাস করছেন। বেশি বৃষ্টির সময় পলিথিন টানিয়েও পানি ঠেকানো যায় না। তখন নিরুপায় হয়ে ক্লাস বন্ধ রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। গত শনিবার সকালে সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, বিদ্যালয় ভবনের ৪টি কক্ষেই ছাদের নিচে দরি দিয়ে বেঁধে পলিথিন টানানো হয়েছে। পলিথিনের উপরে জমে আছে প্রচুর পরিমাণ পানি। পানির ভারে পলিথিন নিচু হয়ে শিক্ষার্থীদের মাথা ছুই ছুই করছে। এ অবস্থার মধ্যে দিয়েই চলছে ক্লাস। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী কাকলী বেগম বলে, বৃষ্টির সময় আমরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারি না। এতে আমাদের লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়। সামনেই আমাদের পরীক্ষা এভাবে স্কুলে ক্লাস করতে না পাড়লে কিভাবে পরীক্ষা দেব সে চিন্তায় অস্থির। আরেক শিক্ষার্থী মো: সিয়াম বলে, ভবনে ঢুকে ভয়ে ভয়ে আমরা ক্লাস করি। কখন যে ছাদ ধসে পড়ে। দক্ষিণ আমতলী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মো: ওমর ফারুক জানান, বিদ্যালয় ভবন এখন ব্যাবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বৃষ্টির সময় বাইরের আগে ঘরে পড়ে। এ অবস্থায় পলিথিন টানিয়ে ক্লাস করি। তাতেও পানি বন্ধ করা যায় না। ভবনটি এতই দুর্বল যে কোন সময় ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ভবনটি সংস্কারের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বহুবার আবেদন করেছি কোন কাজ হচ্ছে না। এছাড়া সরেজমিন ঘুরে উপজেলার আরো ৩৬টি স্কুল ভবনের দুরবস্থার চিত্র দেখা গেছে, এসব বিদ্যালয়গুলো হলো বাইনবুনিয়া, চাউলা, পূর্বচুনাখালী, পূর্ব চরকগাছিয়া, মধ্য শাখারিয়া, আমরা গাছিয়া, চরচিলা, উত্তর সোনাখালী, মধ্যসোনাখালী, উত্তর চুনাখালী, গাজীপুর বন্দর, চাওড়া চালিতাবুনিয়া, পাতাকাটা নুরুল হক, দক্ষিণ ঘটখালী, দক্ষিণ পাতাকাটা, কাউনিয়া, দক্ষিণ ঘোপখালী, আড়পাঙ্গাশিয়া, কুকুয়া হাট, পূর্ব তারিকাটা, মধ্য আড়পাঙ্গাশিয়া, ডাঁয়লাবুনিয়া, জেবি সেনের হাট, পশ্চিম আমতলী, দক্ষিণ পূর্ব গুলিশাখালী, দক্ষিণ পশ্চিম আমতলী, দিক্ষণ পূর্ব চিলা, পূর্ব মহিষডাঙ্গা, টিয়াখালী হাট, ছোট নাচনাপাড়া, পাতাকাটা নুরুল হক, উত্তর পশ্চিম তক্তাবুনিয়া, আঠারগাছিয়া, মধ্য টেপুরা, ওয়াপদা ও বেগম নুরজাহান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন খুব ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ওয়াপদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেগম নুরজাহান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এখনো কোন পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়নি। ছোট টিনের ঘরে গাদা গাদি করে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছেন।

আমতলী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: মজিবুর রহমান জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কারের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।

প্রাপ্তি নং.........
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে